**কলিকাতা হাইকোর্টে**
দেওয়ানি আপিলের ক্ষেত্রাধীণ
(আপিল বিভাগ)

সংরক্ষনের তারিখ ঃ ০৫. ০১. ২০২৩
রায় দানের তারিখ ঃ ১১. ০১. ২০২৩

২০২২-এর এফএমএ ৯৮৪
সহ
২০২২-এর সি এ এন ১
২০২৩-এর সি এ এন ২

সুবীর ঘোষ ..... আবেদনকারী

- বনাম -

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য ..... প্রতিবাদীগণ

সহিত

২০২২-এর এফএমএ ৮৬৫
সহ
২০২২-এর সি এ এন ৩
২০২৩-এর সি এ এন ৪

সুবীর ঘোষ ..... আবেদনকারী

- বনাম -

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য ..... প্রতিবাদীগণ

সহিত

২০২২-এর এফএমএ ৮৬৬
সহ
২০২২-এর সি এ এন ২
২০২৩-এর সি এ এন ৪

সুবীর ঘোষ ..... আবেদনকারী

- বনাম -

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য ..... প্রতিবাদীগণ

উপস্থিত;

| | | |
|---|---|---|
| শ্রী কিশোর দত্ত, সিনিয়র অ্যাডভোকেট<br>শ্রী নীলেন্দু ভট্টাচার্য,<br>শ্রীমতী সুমিতা শ,<br>শ্রী সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেটগন<br>শ্রী সম্রাট সেন, এএএজি<br>শ্রী অমিতাভ মিত্র,<br>শ্রী শান্তনু কুমার মিত্র, | ..... | আবেদনকারীদের পক্ষে |
| শ্রী সৈকত চ্যাটার্জী, অ্যাডভোকেট | ..... | রাজ্যের পক্ষে |
| শ্রী সপ্তন্সু বসু, সিনিয়র অ্যাডভোকেট<br>শ্রী স্বরূপ পাল,<br>মিঃ সূর্য মাইতি, অ্যাডভোকেট | ..... | ৭ ও ৮ নং প্রতিবাদীর জন্য |

**কোরাম: মহামান্য বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব,**
**প্রধান বিচারপতি.**
**মহামান্য বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ,**
**বিচারপতি**

**প্রকাশ শ্রীবাস্তব, সি জে ঃ**

১ এই আপিলগুলি ১২.০৪.২০২২ তারিখের সাধারণ আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়েছে যেখানে মহামান্য একক বিচারপতি ডব্লিউ পি এ-এর নিষ্পত্তি করেছেন। ২০২১ সালের ১০৫৯৮, ডব্লিউ পি এ ২০১৯ সালের ১৫৮৪০ এবং ডব্লিউ পি এ ২০১৯-এর ১৫৮৪২ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে এন আই টি-এর অধীনে কারও কাজ করার জন্য মাত্র দুই মাস বাকি ছিল, তাই, টেন্ডার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।২০২১-এর ডব্লিউপিএ ১০৫৯৮-এ প্রতিবাদী আবেদনকারী ছিলেন এবং অন্যান্য দুটি পিটিশনে তাঁকে বিবাদী বলা হয়েছে।

২. সংক্ষেপে বলা যায়, প্রতিবাদী এবং অন্যান্য আবেদনকারীরা গত ৮ই মার্চ ই-টেন্ডার আহ্বানের নোটিশের জবাবে তিন বছরের জন্য ওই টেন্ডারে উল্লিখিত স্বাস্থ্য পরিষেবায় ভর্তি রোগীদের রান্না করা খাবার সরবরাহের জন্য দরপত্র জমা দিয়েছিলেন।অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ০১. ০৪. ২০১৯।আবেদনকারীর মতে, তিনি (১) নদিয়ার জেলা হাসপাতাল, (২) রানাঘাট এসডি হাসপাতাল, (৩) তেহট্ট এসডি হাসপাতাল, (৪) চাকদহ এসজি হাসপাতাল, (৫) শান্তিপুর এসজি হাসপাতাল, (৬) নবদ্বীপ এসজি হাসপাতাল, (৭) ডঃ বি সি রায় চেস্ট স্যানেটোরিয়াম এবং (৮) নেতাজি সুভাষ স্যানেটোরিয়াম হাসপাতালের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। কয়েকটি হাসপাতালের ক্ষেত্রে একাধিক দরদাতা একই হারে দরপত্র জমা দিয়েছেন। তাই, ১৫ই জানুয়ারির ড্রয়ের জন্য ১৩ই জানুয়ারির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।আবেদনকারীর মতে, লটের ড্রয়ে তাঁকে এল-১ বলা হয়।অন্যদিকে, ২০২০-র ডব্লিউ. পি. ২৯৬ (ডব্লিউ)-এ ১৫ই জানুয়ারী ২০২০ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি

করা হয় যাতে টেন্ডার প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কোনও লটারির ফলাফল ২১শে জানুয়ারি পর্যন্ত বা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, যা আগে হবে, তা প্রকাশ করা থেকে প্রতিবাদীগনদের বিরত রাখা হয়।এরপরে, ডব্লিউ পি -২৯৬ সন ২০২০-এর সঙ্গে ২০১৯ সালের ১৫৮৪২ (ডব্লিউ) এবং ডব্লিউ পি ১৫৮৪০ (ডবলিউ) সন ২০১৯ শুনানি হয় এবং ২ রা মার্চ, ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে মহামান্য একক বিচারপতি অন্তর্বর্তী আদেশটি ১৫ই এপ্রিল, ২০২০ পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন।২০২২ সালের ১৫ জানুয়ারি একক বিচারপতি দ্বারা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিত ২০২০-র এফ এম এ ৯১০-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং বিভাগীয় বেঞ্চ গত ৬ অক্টোবর ২০২০-র আদেশের মাধ্যমে ১৫ জানুয়ারির আদেশটি বাতিল করে দেন।বিভাগীয় বেঞ্চ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছিল যে, বিভাগীয় বেঞ্চের আদেশে টেন্ডার ডকুমেন্টের শর্তাবলী অনুমোদিত বলে গণ্য করা হবে না এবং যথাযথ চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে তা আইন অনুসারে বিবেচনা করা যেতে পারে।২০১৯-এর ডব্লিউপিএ ১৫৮৪২ এবং ২০১৯-এর ডব্লিউপিএ ১৫৮৪০-কে পরবর্তীকালে ২০২১-এর ডব্লিউপিএ ১০৫৯৮-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং সাধারণ আদেশ অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৩. ২০২১ সালের ১০৫৯৮ নম্বর ডাব্লুপিএ-তে প্রতিবাদী আবেদন করেছিলেন যে, ৭ এবং ৮ নম্বর বিবাদী এই প্রক্রিয়ায় যোগ্য অংশগ্রহণকারী নয় এবং প্রতিবাদীকে যোগ্য হওয়ার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা প্রয়োজন এবং তাই, এই বিষয়ে একটি প্রার্থনা করা হয়েছিল।

৪. মহামান্য একক বিচারপতি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এনআইটি-র অধীনে চুক্তির শর্তানুযায়ী কাজ করার জন্য মাত্র দু 'মাস বাকি ছিল, তাই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।সুতরাং, আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছে যাতে আধিকারিক প্রতিবাদীগনদের পুরো নদীয়া জেলার জন্য নতুন দরপত্র আহ্বান করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং ইতিমধ্যে বিদ্যমান সরবরাহকারীর বর্তমান কার্যকরী দরপত্র চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

৫. আবেদনকারীর মাননীয় কৌঁসুলির উপস্থাপনায় লটারিতে আবেদনকারীকে এল-১ পাওয়া গেছে, তাই তিনি চুক্তি ্পাওয়ার অধিকারী।তিনি আরও বলেছেন যে চুক্তি প্রদানের বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে তিন বছরের সময়সীমা শুরু হওয়ার কথা ছিল, তাই, মাননীয় একক বিচারক এর বক্তব্য তিন বছরের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে যুক্তিসঙ্গত নয়।তিনি আরও জানিয়েছেন যে ইতিমধ্যে নতুন এনআইটি জারি করা হয়েছে, তাই বর্তমান আবেদনে তাঁর অধিকার এবং দাবিকে ক্ষুণ্ন না করে নতুন দরপত্রে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা চেয়ে ২০২৩ সালের সিএএন ২ দাখিল করা হয়েছে।

৬. টেন্ডার ইস্যু করার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে বলে রাজ্যের বিজ্ঞ কৌঁসুলি এই আবেদনের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই পর্যায়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করা যাবে না।তিনি আরও বলেন, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শর্তাবলী সহ নতুন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নতুন এনআইটি জারি করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী এনআইটির ভিত্তিতে আবেদনকারীকে কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি।তিনি আরও

বলেছিলেন যে এমনকি যদি কোনও অধিকার থাকে, তবে আবেদনকারীর কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করার উপায় রয়েছে এবং এই বিষয়ে তিনি (২০০৭) ১৪ এসসিসি ৫১৭, সিলপি কনস্ট্রাকশনস কন্ট্রাক্টরস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং (২০২০) ১৬ এসসিসি ৪৮৯ এবং এন জি প্রজেক্টস লিমিটেড বনাম বিনোদ কুমার জৈন এবং অন্যান্যের মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।

৭. বেসরকারী প্রতিবাদীগনদের (২০১৯-এর ডব্লিউপিএ ১৫৮৪০ এবং ২০১৯-এর ডব্লিউপিএ ১৫৮৪২ এর আবেদনকারীগন) পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি দাখিল করেছেন যে পূর্ববর্তী এনআইটি-র অধীনে উক্ত আবেদনকারীদের অধিকার রয়েছে।

৮. আমরা পক্ষগন্দের পক্ষে পাশ করা বক্তব্য শুনেছি এবং রেকর্ডটি পর্যালোচনা করেছি।

এই আদালতের সামনে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই যে, ২০১৯-এর ৮ই মার্চ এনআইটি অনুসারে আবেদনকারীকে কোনও চুক্তি প্রদান করা হয়নি।যদিও আবেদনকারী নিজেকে এল১ বলে দাবি করছেন, কিন্তু লটারিতে আবেদনকারীকে এল১ বলে প্রমাণ করার মতো কোনও নথি রেকর্ডে নেই।উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৯-এর ৮ই মার্চ এনআইটি জারির পর যে কোণ কারণ এ কোনও পক্ষকেই এই চুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি।রাজ্যের অভিজ্ঞ আইনজীবীরা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই কোভিড-১৯ এর কারণে তা কার্যকর করা যায়নি।পরবর্তী ঘটনাবলীর নথি থেকে বোঝা যায় যে, রাজ্য সরকার বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে নতুন এনআইটি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।রাজ্যের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, নতুন এনআইটি-তে রাজ্যের নতুন নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন শর্ত রয়েছে।সেই অনুসারে, সরকারি হাসপাতালগুলিতে রান্না করা খাবার সরবরাহের জন্য রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালের ২১শে ডিসেম্বর নতুন এনআইটি জারি করেছে।২০২৩ সালের ১১ই জানুয়ারি অনলাইনে এই নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হবে।

১০. মামলার উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, পূর্ববর্তী এনআইটি অনুসারে সরকারী প্রতিবাদীগন চুক্তি প্রদানের জন্য কোনও নির্দেশ দেওয়া যাবে না কারণ আবেদনকারীর পক্ষে এই জাতীয় বলবৎযোগ্য কোনও আইনি অধিকার নেই।

১১. এমনকি প্রথম এনআইটি-র অধীনে যদি আবেদনকারীর কোনও দাবি থাকে, তাহলেও পরবর্তী ঘটনাবলীর কারণে, আপীলকারীর কাছে এখন জগদীশ মন্ডল (সুপ্রা), সিলপি কনস্ট্রাকশনস কন্ট্রাক্টর (সুপ্রা) এবং এন জি প্রজেক্টস লিমিটেড (সুপ্রা) মামলার প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ দাবি করার প্রতিকার রয়েছে।

১২. হরমিন্দর সিং অরোরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যদের (১৯৮৬) ৩ এসসিসি ২৪৭ এ বর্ণিত মামলার রায়ে আপীলকারীর বিদ্বান উকিলবাবু আস্থা রেখেছেন, সেই ক্ষেত্রে আপীলকারীর উদ্ধৃত মূল্য ৪ নং উত্তরদাতার চেয়ে কম পাওয়া যায় কিন্তু ৪ নং উত্তরদাতার দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছিল

এবং প্রতিবাদীর দরপত্র বাতিল করা হয়েছিল, তাই, পদক্ষেপকে স্বেচ্ছাচারী বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা নয়।

১৯৮৮ সালে মেসার্স প্রিস্ট্রেস ইন্ডিয়া কর্পোরেশন বনাম ইউ. পি. স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড এবং অন্যান্য (সাপ) এস. সি. সি. ৭১৬ মামলার রায় অনুযায়ী, সেই মামলায় হাইকোর্ট দেখেছে যে, প্রতিপক্ষ বোর্ড দরপত্র বিবেচনার বাইরে রেখে একতরফা এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে এবং প্রতিবাদীকে ৫০ শতাংশ পি. সি. সি. পোল সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছে, তাই এই ধরনের নির্দেশটি অযৌক্তিক বলে মনে করা হয়েছিল এবং তাই মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেছিল।তাই, এই রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছে।

১৪. বেগ রাজ সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যদের (২০০৩) ১ এসসিসি ৭২৬-এ বর্ণিত মামলায় ৭ এবং ৮ নং বেসরকারী প্রতিবাদীবাদীর শিক্ষিত কৌঁসুলি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে মামলার সাধারণ নিয়মটি হ 'ল মামলার শুরু হওয়ার তারিখে পক্ষগুলির অধিকারগুলি স্ফটিকযুক্ত হয়। বর্তমান মামলায়, এই আদালত আবেদনকারীর পক্ষে আইনত বলবৎযোগ্য কোনও অধিকার খুঁজে পায়নি।

১৫. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, আমরা  মাননীয় একক বিচারপতির আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে  পেলাম না।সেই অনুযায়ী আবেদনগুলি খারিজ করা হয়।

**(প্রকাশ শ্রীবাস্তব) প্রধান বিচারপতি**

**(রাজর্ষি ভরদ্বাজ) বিচারপতি**

কোলকাতা ১১. ০১. ২০২৩
পিএ (এস এস )
(এ এফ আর/এন এ এফ আর)

**DISCLAIMER**

**The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.**